সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৭১
WEEKLY BOOKLET:471

আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র

(আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه 'র বিভিন্ন কিতাব থেকে নেয়া)

ঈমানের চোর কোথায় আসে?	০৪
শয়তানের সবচেয়ে বড় ও মারাত্মক হাতিয়ার	০৯
অন্তরকে মৃত করে দেওয়ার মতো কাজ	১১
অযোগ্যের সবচেয়ে বড় দলিল	১৭

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র

খলিফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়াঃ হে আল্লাহ পাক! যে কেউ এই পুস্তিকা **“আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র”** পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে এই বাণীসমূহ বুঝার এবং এর উপর আমল করার তাওফীক দান করো। তার ভিতর বাহির ভালো করো এবং তাকে তার মা-বাবাসহ সহ বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একবার বাহিরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন আমিও পিছু নিলাম। তিনি একটি বাগানে প্রবেশ করলেন এবং সিজদায় পড়ে গেলেন। সিজদা এত বেশি দীর্ঘ ছিল যে, আমার সন্দেহ হলো, আল্লাহ পাক কি রুহ মুবারক কবজ করে নিয়েছেন কী না। অতঃপর আমি কাছে গিয়ে খুব গভীরভাবে দেখতে লাগলাম, যখন মাথা মুবারক উঠালেন তখন ইরশাদ করলেন: হে আব্দুর রহমান! কী ব্যাপার? আমি আমার সন্দেহ প্রকাশ করলে তিনি বললেন: জিবরাঈল আমীন আমাকে বলল: আপনাকে কী এই কথা খুশি করে না যে, আল্লাহ পাক বলেন, যে আপনার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করবে

আমি তার প্রতি রহমত নাযিল করব আর যে আপনার প্রতি সালাম প্রেরণ করবে আমি তার প্রতি শান্তি অবতীর্ণ করব।

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ১/৪০৬, হাদিস: ১১৬৬২)

زمانے والے ستائیں، دُرودِ پاک پڑھو
جہاں کے غم جو رُلائیں، دُرودِ پاک پڑھو

যমানে ওয়ালে সাতায়েঁ, দুরুদে পাক পড়হো
যাহাঁ কে গম জো রুলায়েঁ, দুরুদে পাক পড়হো

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

"কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব" কিতাব থেকে ২৮টি মাদানী ফুল

(১) যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে ঈমান সহকারে মৃত্যুবরণ করতে সফলকাম হলো, সেই প্রকৃতপক্ষে সফলকামি। আর যে জান্নাত পেয়ে গেল সে-ই কৃতকার্য। (কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃ: ৭)

(২) প্রত্যেককে নিজের ব্যাপারে এই ভয় রাখা উচিত যে, কখনো এমন যেন না হয় যে, আমার থেকে এমন কোনো কথা বা কাজ প্রকাশ পেয়ে যায় যার কারণে مَعَاذَاللّٰه ঈমান বরবাদ হয়ে যায় এবং সমস্ত আমল ব্যর্থ হয়ে যায়। (কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃ: ৩০)

(৩) দ্বীনের ব্যাপারে যে বিষয়টি নিশ্চিতভাবে জানা আছে সেটাই বর্ণনা করা উচিত, খুব বেশি বুদ্ধির ঘোড়া দৌড়ানো ঈমানের ব্যাপারে খুবই বিপদজনক হয়ে থাকে, হোঁচট খেতেই অনেক সময় কুফরিয়াতের গভীর খাঁদে পড়ে যায়। (কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃ: ৩৩)

(৪) যে ব্যক্তি দুনিয়াকেই নিজের সবকিছু বানিয়ে বসে, মৃত্যুকে ভুলে যায় এবং নেককার লোকদের সাথে সম্পর্ক ভঙ্গ করে, সে সাধারণত লাগামহীন হয়ে থাকে। (কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃঃ ১১৭)

(৫) পেরেশানগ্রস্ত লোকের উচিত, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং নিজেকে নিজে বুঝিয়ে অন্তরে অন্তরে বলুন যে, কারবালার শহীদ ও বন্দীদের উপর যে মুসিবত এসেছিল তা নিঃসন্দেহে আমার উপর আসা মুসিবতের তুলনায় কোটি গুণ বেশি ছিল কিন্তু তাঁরা তা হাস্যোজ্জলভাবে সহ্য করেছিলেন এবং ধৈর্যধারণ করে জান্নাতের হকদার হয়েছেন। আমি যেন কখনো অধৈর্য হয়ে আখিরাতের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে না যায়। (কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃঃ ১২২-১২৩)

(৬) কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করে প্রতিদান হাসিল করা উচিত, কেননা বিপদ-আপদ হলো গুনাহের কাফফারা এবং মর্যাদা বৃদ্ধি হওয়ার কারণ হয়। (কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃঃ ১২৬)

(৭) আমরদ অর্থাৎ সুদর্শন বালক তো আগুন, কামভাব থাকা অবস্থায় সুদর্শন বালকের কাছাকাছি হওয়া, তার সাথে বন্ধুত্ব, তার গলায় হাত দেওয়া, তার সাথে হাসি ঠাট্টা, পরস্পরের মাঝে কুস্তি, টানাটানি এবং জড়াজাড়ি করা জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারে। সুদর্শন বালক থেকে দূরে থাকাই নিরাপদ। (কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃঃ ১৫৬)

(৮) দুনিয়াবী বিপদ-আপদ ও মুসিবত মুসলমানের হকে অধিকাংশই অনেক বড় নেয়ামত হয়ে থাকে। (কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃঃ ১৬২)

(৯) গাড়ি, বিল্ডিং, ধন - সম্পদ এবং বিভিন্ন ধরনের নিয়ামত নিজের উপর অধিকহারে দেখে ভয় করা উচিত যে, কখনো না এসব দুনিয়াতে নেকীর প্রতিদান না হয়। আর বিপদ-আপদ, অসুস্থতা এবং বিভিন্ন ধরনের

মুসিবতের ধারাবাহিকতা নিজের উপর দেখে ধৈর্যধারণ করা এবং অন্তর বড় রাখা উচিত যে, হতে পারে এগুলো আখিরাতের প্রশান্তির সরঞ্জামের তাবুর উপস্থাপন। আল্লাহ পাকের কাছে আমরা উভয় জগতের কল্যাণ প্রার্থনা করি। (কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃ: ১৬৩)

(১০) মুসিবতের কারণে আল্লাহ পাকের উপর অভিযোগ করে নিজেকে সব সময়ের জন্য জাহান্নামের সোপর্দকারী ব্যক্তি অনেক বড় হতভাগা।

(কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃ: ১৬৫)

(১১) অপ্রয়োজনে মুসিবতের কথা প্রকাশ করা ভালো নয়।

(কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃ: ১৬৯)

(১২) শুধুমাত্র আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام সাহাবা ও তাবেঈন عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এবং আউলিয়ায়ে কামেলীন عَلَيۡهِمُ رَحۡمَةُ الله এরই পরীক্ষা নেওয়া হয় না, বরং সাধারণ মুসলমানকেও পরীক্ষা করা হয়। আর তারা ধৈর্যধারণ করে অনেক প্রতিদান হাসিল করেন।

(কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃ: ১৭২)

(১৩) আলিমে দ্বীনের সম্মানে আঘাত করা থেকে বেঁচে থাকা অনেক জরুরি।

(কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃ: ৩৫২)

(১৪) শরীয়তের বিধি-বিধানের ব্যাপারে নিজের জিহ্বা ও অন্তরকে নিয়ন্ত্রণে রাখা খুব জরুরি, কখনো এমন না হয় যে, সামান্যতম বেয়াদবী চিরকালের জন্য জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দেয়।

(কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃ: ৩৬৫)

(১৫) আল্লাহ পাকের প্রদত্ত সম্পদ থেকে ফরয হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে খুশি মনে যাকাত আদায় করা উচিত, এতে দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য কল্যাণ রয়েছে। (কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃ: ৩৮৩)

(১৬) যেখানে ধন-সম্পদের আধিক্য থাকে সেখানে চোর আসে। আর যেখানে কামিল ঈমান থাকে সেখানে শয়তান চোর হয়ে আসে।

(কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃ: ৪২৬)

(১৭) খারাপ সংস্পর্শ খারাপ প্রভাব নিয়ে আসে।

(কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃ: ৪২৮)

(১৮) দুনিয়ার প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা, হালাল ও হারামের পরওয়া না করে সম্পদ উপার্জনের আকর্ষণ এবং গুনাহের আধিক্যতার ফলে অনেক সময় অন্তর থেকে দ্বীন ও ঈমানের গুরুত্ব ও মর্যাদা বের করে দেয়। কুফরের উপর মৃত্যুর কারণ হয় এবং চিরস্থায়ীর জন্য জাহান্নামের প্রজ্জলিত আগুনে নিক্ষেপ করে দেয়।

(কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃ: ৪৫৬)

(১৯) আল্লাহ গাফফার যখন ক্ষমা করেন তখন বড় থেকে বড় গুনাহগারকেও বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দেন। আর যখন পাকড়াও করতে চান তখন বাহ্যত ছোট গুনাহের কারণেও পাকড়াও করেন, সুতরাং আল্লাহ পাকের রহমত থেকে কখনোই নিরাশ না হওয়া উচিত এবং তার গোপন সিদ্ধান্ত থেকে নির্ভয় না থাকা উচিত। (কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃ: ৪৮৩)

(২০) যার ফুলের মতো শিশু হঠাৎ মারা যায় সেটার দুঃখ কীরকম সে-ই একমাত্র বুঝতে পারে, কিন্তু হায় হুতাশ ও চিৎকার চেচামেচি করলে বাচ্চা ফিরে আসে না, ধৈর্যধারণ করা উচিত।

(কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃ: ৪৯০)

(২১) যার ঈমান হেফাযত (রক্ষা করা) প্রিয় হয় তার উচিত, সে যেন হাসি-তামাশা, কৌতুকের ক্যাসেট, সিনেমা, নাটক, গান-বাজনা, রোমান্টিক ও গুপ্তচর উপন্যাস, ডাইজেস্ট, প্রেম ও পাপাচার মূলক গল্প এবং খবরের কাগজের শরীয়ত বিরোধী লেখালেখি ইত্যাদির ধারে কাছে না যাওয়া। (কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃ: ৫০১)

(২২) প্রত্যেক ইসলামী ভাইয়ের উচিত, সে যেন ভালো সংস্পর্শ গ্রহণ করে, শুধু এবং শুধুমাত্র ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের বিষয়াদি এবং তাঁদের কিতাবই অধ্যয়ন করা। (কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃ: ৫০১)

(২৩) অধিক কথা বলা ব্যক্তির, অপরিমিত ও হাসি-ঠাট্টার অভ্যাসী জিহ্বা দ্বারা অনর্থক কথা বলার পাশাপাশি কুফরি বাক্য বের হওয়ার বিপদ থাকে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে গাম্ভীর্যতা এবং কম কথা বলার সৌভাগ্য দান করুক। (কুফরিয়া কালিমাত মে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃ: ৫০৭)

(২৪) প্রত্যেক আমল ভালো ভালো নিয়ত সহকারে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য করা উচিত। (কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃ: ৫৩৪)

(২৫) প্রত্যেকের সাথে তার অবস্থান অনুসারে কথা বলা উচিত যে, গভীর কথা তাকে পেরেশানীতে ফেলে বরং সে বিপদগামী হতে পারে।

(কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃ: ৫৫৮)

(২৬) জিহ্বাকে খুবই সাবধানে চালানো জরুরি, যেহেতু এটা কাঁচির মতো চলে। সুতরাং এটা থেকে কুফরি বাক্য বের হতে বিলম্ব হয় না।

(কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃ: ৫৯৮)

(২৭) আমাদেরকে শয়তানের আক্রমণকে ব্যর্থ করে সব সময় আমলদার আলিমদের আঁচলে সম্পৃক্ত থাকা উচিত, যাতে দ্বীনি জ্ঞান অর্জিত হতে থাকে, অন্যথায় না জানি শয়তান কখন ঈমান ছিনিয়ে নিতে সফল হয়ে যায়। (কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃ: ৬৫৯)

(২৮) হক্কানী ওলামায়ে কেরামের দরবারে হাজিরি দেয়াটা- তাওবার তাওফীক পাওয়া এবং ঈমান হেফাযতের জন্য চিন্তাভাবনা করার মাধ্যম হতে পারে। (কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃ: ৬৬২)

“মাদানী পাঞ্জে সূরা” কিতাব থেকে ৪টি মাদানী ফুল

(১) নিজের নেক ও জায়িয কাজের মধ্যে বরকত পাওয়ার জন্য আমাদের উচিত প্রথমে অবশ্যই بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ পড়ে নেওয়া। (মাদানী পাঞ্জে সূরা, পৃ: ৩)

(২) দোয়া তো প্রত্যাখিত হয় না, দুনিয়াতে এর প্রভাব যদিও প্রকাশ না হয় তবে আখিরাতে সাওয়াব ও প্রতিদান পেয়েই যাবে, সুতরাং দোয়াতে অলসতা করা উচিত নয়। (মাদানী পাঞ্জে সূরা, পৃ: ১৮৪)

(৩) ফরয রোযা ব্যতীত নফল রোযারও অভ্যাস গড়া উচিত, এতে অসংখ্য দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকার রয়েছে। (মাদানী পাঞ্জে সূরা, পৃ: ২৯৩)

(৪) যার মা-বাবা বা তাদের মধ্যে থেকে কোন একজন মারা গেল, তবে তার উচিত তাদের পক্ষ থেকে অলসতা না করা, তাদের কবরে হাজিরি দিতে থাকা এবং ঈসালে সাওয়াবও করতে থাকা। (মাদানী পাঞ্জে সূরা, পৃ: ৩৯৪)

“গীবতের ধ্বংসলীলা” কিতাব থেকে ১৫টি মাদানী ফুল

(১) গীবত এবং গুনাহভরা কথা থেকে সম্পর্ক ভঙ্গ করুন এবং আল্লাহ পাকের স্মরণ, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নাতের সাথে সম্পর্ক গড়ুন। খুব দরুদ ও সালামের জন্য জিহ্বাকে ব্যবহার করুন এবং খুব বেশি তিলাওয়াত করুন আর সাওয়াবের অঢেল ভান্ডার হাসিল করুন। (গীবতের ধ্বংসলীলা, পৃ: ৩৭)

(২) গীবতের ধ্বংসলীলার মধ্যে মধ্যে এটাও আছে যে, এর ফলে ইবাদতের নূর চলে যায়। (গীবতের ধ্বংসলীলা, পৃ: ৩৮)

(৩) সাধারণ ও বিশেষ প্রত্যেকের উচিত যে, সতর্কতামূলক জীবন অতিবাহিত করা, এমন মুবাহ আমল ও কাজ থেকেও নিজেকে নিজে বাঁচানো যেটা গীবতের দরজা খোলার কারণ হয়। (গীবতের ধ্বংসলীলা, পৃঃ ৮৩)

(৪) শামাতাত অর্থাৎ (মুসলমানের কষ্টে খুশি প্রকাশ করা) থেকে বেঁচে থাকুন। (গীবতের ধ্বংসলীলা, পৃঃ ১১৯)

(৫) যখন কোন মুসলমান কোন গুনাহ থেকে তাওবা করে নেয় তবে এখন তাকে ওই গুনাহের কারণে লজ্জিত না করা উচিত।

(গীবতের ধ্বংসলীলা, পৃঃ ১২৯)

(৬) অহেতুক বকবক করার অভ্যাস মানুষকে এমন বিপদে ফেলে যার কারণে পরে কথা বলার যোগ্যতা হারাতে হয় এবং নানামুখী চরম ভোগান্তি পোহাতে হয়। (গীবতের ধ্বংসলীলা, পৃঃ ১২৯)

(৭) مَعَاذَ الله! সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ কে গালি দেওয়া গুনাহ, অনেক মারাত্মক গুনাহ। অকাট্য হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। (গীবতের ধ্বংসলীলা, পৃঃ ১৯৬)

(৮) জিহ্বা যদিও বাহ্যত গোশতের একটি ছোট টুকরা, কিন্তু এটা আল্লাহ পাকের মহান নেয়ামত। এই নেয়ামতের গুরুত্ব হয়তো বোবাই বুঝতে পারবে। (গীবতের ধ্বংসলীলা, পৃঃ ২২২)

(৯) জিহ্বার সঠিক ব্যবহার জান্নাতে প্রবেশ এবং ভুল ব্যবহার জাহান্নামে পৌঁছাতে পারে। (গীবতের ধ্বংসলীলা, পৃঃ ২২২)

(১০) নেককার বান্দাদের সাথে দোয়াতে শরীক হওয়া অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। (গীবতের ধ্বংসলীলা, পৃঃ ২৫৮)

(১১) কোন মুসলমানের ব্যাপারে ঝটপট ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া উচিত নয়। আমরা কী জানি, আল্লাহ পাকের দরবারে কার মর্যাদা কতটুকু?

(গীবতের ধ্বংসলীলা, পৃঃ ৩৪৫)

www.dawateislami.net

(১২) সব সময় হালাল উপার্জন করা, খাওয়া এবং খাওয়ানো উচিত।

(গীবতের ধ্বংসলীলা, পৃ: ৩৭৯)

(১৩) ইনফিরাদি কৌশিশ তথা একক প্রচেষ্টা হলো দ্বীনি কাজের প্রাণ।

(গীবতের ধ্বংসলীলা, পৃ: ৪৫৮)

(১৪) একক প্রচেষ্টার রুহ হলো মিশুক হওয়া। (গীবতের ধ্বংসলীলা, পৃ: ৪৫৮)

(১৫) একক প্রচেষ্টাকারীর জন্য মুখাতিব অর্থাৎ যার সাথে কথা বলছে তার মানসিক অবস্থা বুঝা সীমাহীন জরুরি। (গীবতের ধ্বংসলীলা, পৃ: ৪৫৮)

"পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর" কিতাব থেকে ৭টি মাদানী ফুল

(১) স্বামী তার স্ত্রীর, বাবা তার সন্তানের এবং প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন অধিনস্তদের এক ধরনের "হাকিম" তথা বিচারক। আর প্রত্যেক হাকিমকে তার অধিনস্তদের ব্যাপারে কিয়ামতের ময়দানে জিজ্ঞাসা করা হবে। (পর্দা সম্পর্কি প্রশ্নোত্তর, পৃ: ৬১)

(২) শয়তানের কাছে পুরুষদেরকে ধ্বংস করার জন্য সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো "নারী"। (পর্দা সম্পর্কি প্রশ্নোত্তর, পৃ: ৯৭)

(৩) স্বামী-স্ত্রীর উচিত, পরস্পরের মাঝে উদারতা ও ভালোবাসা স্থাপন করা, উভয়ই একে অপরের হকের প্রতি দৃষ্টি রাখবে এবং সেগুলো আদায়ও করবে। (পর্দা সম্পর্কি প্রশ্নোত্তর, পৃ: ১১৮)

(৪) মুসলমানদের উন্নতির মধ্যে পর্দা নেই প্রকৃতপক্ষে বেপর্দায়ই বাঁধা হয়ে রয়েছে। (পর্দা সম্পর্কি প্রশ্নোত্তর, পৃ: ১৫২)

(৫) শরয়ী পর্দা (অর্থাৎ ইসলামী পর্দা) যেন পরিত্যাগ করা না হয়, এটা মহান নেকী এবং বেপর্দা হওয়া মারাত্মক গুনাহ।

(পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর, পৃ: ১৯৮)

(৬) নিজের চেয়ে কম মর্যাদার লোকের মাধ্যমে দোয়া করানো আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এবং বুযুর্গানে দ্বীন عَلَيۡهِمۡ رَحۡمَةُ الله এর পদ্ধতি। (পর্দা সম্পর্কি প্রশ্নোত্তর, পৃ: ৩০৫)

(৭) সত্যিকার অন্তর থেকে করা দোয়া আল্লাহ ও রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ায় কবুল হয়। ফরিয়াদ শোনা হয় এবং উদ্দেশ্য পূরণ হয়। (পর্দা সম্পর্কি প্রশ্নোত্তর, পৃ: ৩০৬)

"নামাযের আহকাম" কিতাব থেকে ৩টি মাদানী ফুল

(১) আমরা সুন্নাতের উপর আমল করবো শারীরিক উপকারের জন্য নয় বরং শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য করা উচিত। (নামাযের আহকাম, পৃ: ৯৩)

(২) মুসলমানদের ঘর অনর্থক সজ্জিত না করে আখিরাত সজ্জিত করার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। (নামাযের আহকাম, পৃ: ১১৪)

(৩) ওই মুসলমান বড়ই দূর্ভাগা যে সহীহভাবে কুরআন শরীফ পড়া শিখে না। (নামাযের আহকাম, পৃ: ২১১)

"ফয়যানে নামায" থেকে ১৩টি মাদানী ফুল

(১) যখন কোন মুসিবত এসে যায় বা বিপদ নাযিল হয় অথবা কোন নাজুক পরিস্থিতি সামনে এসে যায়, তখন দ্রুত নামাযের আশ্রয় নেওয়া উচিত। (ফয়যানে নামায, পৃ: ২৫)

(২) আল্লাহ পাক তাঁর নেককার বান্দাদের ওসিলায় মানুষের বিপদ - আপদ ও আযাব দূর করেন। (ফয়যানে নামায, পৃ: ৫৩)

(৩) সম্ভব হলে জায়গা পরিবর্তন করে করে নামায পড়া উচিত, যেখানে যেখানে নামায পড়বে যিকির ও দরুদ পড়বে, ওই সকল জায়গা কিয়ামতের দিন সাক্ষী দিবে। (ফয়যানে নামায, পৃ: ৬৬)

(৪) নিশ্চয় নামায শ্রেষ্ঠ ইবাদত, এর বরকত থেকে শুধুমাত্র দূর্ভাগারাই বঞ্চিত থাকে। (ফয়যানে নামায, পৃ: ৭১)

(৫) বান্দার উচিত, তার যতটুকু সম্ভব হয় নিজের নেকী গোপন করা। নিজের নফল রোযা, নামায, হজ্ব ও ওমরা, দান-সদকা, দ্বীনি খেদমত ইত্যাদি কোন কারণ ছাড়া ঢোল না পিটানো উচিত। (ফয়যানে নামায, পৃ: ৭৯)

(৬) যখন কোন খুশির খবর আসে তখন দুই রাকাত শুকরিয়ার নামায আদায় করা বা শুকরিয়ার সিজদা করে নেওয়া উচিত। (ফয়যানে নামায, পৃ: ২৭৩)

(৭) নামায খুব ধীরস্থীর ও প্রশান্তির সাথে পড়া উচিত যাতে সেটা কবুলিয়্যতের মর্যাদায় পৌঁছতে পারে। (ফয়যানে নামায, পৃ: ৩২২)

(৮) যদি আপনি একাগ্রতার সাথে নামায আদায় করতে চান তবে সর্বপ্রথম গুনাহ থেকে বিরত থাকুন। (ফয়যানে নামায, পৃ: ৩৪১)

(৯) নামাযে একাগ্রতা আনার জন্য যেই জিনিসটাই একাগ্রতার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা হয় সম্ভব হলে সেটা দূর করে দিন। (ফয়যানে নামায, পৃ: ৪১৭)

(১০) বেশি হাসাহাসি করা উদাসিনতায় পতিত করে এবং এটি অনুচিত আর এটি অন্তরকে মৃত করে দেওয়ার মতো কাজ। (ফয়যানে নামায, পৃ: ৩৪৭)

(১১) কবরস্থানের নির্জনতা দুনিয়ার আরাম এবং সকল ধরনের প্রশান্তির সরঞ্জামের ধ্বংসের জানান দেয়। (ফয়যানে নামায, পৃ: ৪৭৭)

(১২) আল্লাহ পাকের নেককার বান্দাদের নেকী, তাঁদের সংস্পর্শ এবং তাঁদের দোয়ার মাধ্যমে অন্যের উপকার হয়। (ফয়যানে নামায, পৃ: ৪৮৮)

(১৩) নিশ্চয় জান্নাত আল্লাহ পাকের অনেক বড় নেয়ামত, আমাদের সবার সেগুলো পাওয়ার আশা করা এবং সেগুলোর অন্বেষণে খুব বেশি ইবাদত করা এবং নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াতের মাধ্যমে জান্নাতুল ফেরদৌসে প্রবেশ করার আশা রাখা উচিত। (ফয়যানে নামায, পৃ: ৫৩৯)

www.dawateislami.net

“বয়ানাতে আত্তারীয়া (১ম খন্ড)” কিতাব থেকে ১৬টি মাদানী ফুল

(১) যে দুনিয়াবী নেয়ামতের সাথে মন লাগায় সে উদাসিনতার শিকার হয়ে যায়। (পুস্তিকা: গাফলাত, পৃ: ১৯, বয়ানাতে আত্তারীয়া, ১/১৯)

(২) উদাসিনতা বান্দাকে আল্লাহ পাক থেকে দূরে করে দেয়।

(পুস্তিকা: গাফলাত, পৃ: ১৯। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ১/১৯)

(৩) দুনিয়ার প্রত্যেক আরাম-আয়েশে পরীক্ষা রয়েছে।

(পুস্তিকা: খযানে কি আম্বার, পৃ: ১০। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ১/৭৫)

(৪) যে দুনিয়ার সম্পদ পাওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার স্পৃহাও পেয়ে গেল সে সৌভাগ্যবান প্রমাণিত হলো।

(পুস্তিকা: খযানে কি আম্বার, পৃ: ২৪। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ১/৮৯)

(৫) ধন-সম্পদের ভালোবাসা মানুষকে অপদস্ত ও অপমানের গভীর গর্তে নিক্ষেপ করে। (পুস্তিকা: খযানে কি আম্বার, পৃ: ২৫। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ১/৯০)

(৬) বুদ্ধিমান হলো সেই যে মৃত্যুর আগে মৃত্যুর প্রস্তুতি নিয়ে নেকীর ভান্ডার জমা করে। (পুস্তিকা: বাদশাহো কি হাড্ডিয়া, পৃ: ১১। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ১/১১৬)

(৭) দুনিয়া ও আখিরাতের পেরেশানীর সমাধান আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে।

(পুস্তিকা: কাফন চোরো কি ইনকাশাফাত, পৃ: ১৭, বয়ানাতে আত্তারীয়া, ১/১৪২)

(৮) মুসলমানের প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত।

(পুস্তিকা: কাফন চোরোঁ কি ইনকাশাফাত, পৃ: ১৬। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ১/১৪১)

(৯) সব সময় জামাআত সহকারে নামায আদায়ের গুরুত্ব দিন, কখনো অলসতা করবেন না।

(পুস্তিকা: কাফন চোরোঁ কি ইনকাশাফাত, পৃ: ২৪। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ১/১৪৬)

www.dawateislami.net

(১০) কারো নিজের ইলম অথবা ইবাদতের উপর অহংকার করা উচিত নয়।

(পুস্তিকা: বুরে খাতেমে কে আসবাব, পৃ: ১৮। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ১/১৬৯)

(১১) ঈমান হেফাযতের দোয়া করতে অলসতা করা উচিত নয়।

(পুস্তিকা: মৃত ব্যক্তির আর্তনাদ, পৃ: ২৩। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ১/২৩৪)

(১২) জামে শরায়েত তথা শর্ত পরিপূর্ণ কামিল পীরের হাতে বায়আত গ্রহণ করে তার চিরস্থায়ী দোয়ার আশ্রয়ে চলে আসা উচিত।

(পুস্তিকা: মৃত ব্যক্তির আর্তনাদ, পৃ: ২৩। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ১/২৩৪)

(১৩) সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এবং আউলিয়ায়ে কেরাম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِمۡ এর ভালোবাসা ও সম্পর্কও কবরের আযাব থেকে বাঁচিয়ে নেয়।

(পুস্তিকা: মৃত ব্যক্তির আর্তনাদ, পৃ: ২৬। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ১/২৩৭)

(১৪) সম্পদের মাধ্যমে ঔষধ তো পাওয়া যায় কিন্তু আরোগ্য কিনা যায় না।

(পুস্তিকা: কিয়ামতের পরীক্ষা, পৃ: ১৯। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ১/৩৩১)

(১৫) দুনিয়ার সম্পদকে সবকিছু মনে করে বসা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

(পুস্তিকা: কিয়ামতের পরীক্ষা, পৃ: ২৫। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ১/৩৩৭)

(১৬) হালাল রিযিকের অন্বেষণে কখনোই এমনভাবে ব্যস্ত হয়ো না যেটা নামায থেকে উদাসীন করে দেয়।

(পুস্তিকা: কিয়ামতের পরীক্ষা, পৃ: ২৫। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ১/৩৩৭)

"বয়ানাতে আত্তারীয়া" (২য় খন্ড)" কিতাব থেকে ২১টি মাদানী ফুল

(১) যেই সৌভাগ্যবানদের মা-বাবা জীবিত আছেন, তাদের উচিত, প্রতিদিন কমপক্ষে একবার তাঁদের হাত পা চুম্বন করা।

(পুস্তিকা: সামুদ্রিক গম্বুজ, পৃ: ৫। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ২/২৪)

(২) মা অথবা বাবার আওয়াজের উপর কখনোই নিজের আওয়াজকে উঁচু হতে দিবেন না। (পুস্তিকা: সামুদ্রিক গম্বুজ, পৃ: ৫। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ২/২৪-২৫)

(৩) মা-বাবার হক খুব বেশি, তাঁদের থেকে দায়িত্ব মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

(পুস্তিকা: সামুদ্রিক গম্বুজ, পৃ: ১২। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ২/৩১)

(৪) ওই ব্যক্তি বড়ই সৌভাগ্যবান যে মা-বাবাকে খুশি রাখে।

(পুস্তিকা: সামুদ্রিক গম্বুজ, পৃ: ১৫। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ২/৩৪)

(৫) প্রত্যেকের উচিত স্বীয় প্রতিবেশির সাথে ভালো আচরণ করা এবং শরয়ী কারণ ব্যতীত তাদের সম্মানে কোন ধরনের কমতি না করা।

(পুস্তিকা: ইহতিরামে মুসলিম, পৃ: ১৭। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ২/৬৯)

(৬) মুসলমানের সম্মানের দাবি হলো এটাই যে, সর্বাবস্থায় প্রত্যেক মুসলমানের সমস্ত হকের ব্যাপারে সজাগ থাকা।

(পুস্তিকা: ইহতিরামে মুসলিম, পৃ: ২৬। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ২/৭৪)

(৭) যখন মানুষ নিজেকে "গুরুত্বপূর্ণ" মনে করে না, তখন যদি কেউ তার কথা জিজ্ঞেস না করে সে তাতে কষ্ট পায় না।

(পুস্তিকা: শয়তানের কতিপয় হাতিয়ার, পৃ: ১৪। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ২/১৩)

(৮) একজন মুসলমান অপর মুসলমানের হেফাযতকারী এবং দুঃখ মোচনকারী হয়ে থাকে। (পুস্তিকা: জুলুমের পরিণতি, পৃ: ২৫। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ২/১৯৬)

(৯) ঝগড়া-বিবাদ করা মুসলমানের রীতি নয়।

(পুস্তিকা: জুলুমের পরিণতি, পৃ: ২৫। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ২/১৯৬)

(১০) যার সাথে মানুষ বেশি সম্পৃক্ত হয় তার দ্বারা বান্দার হক নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি হয়ে থাকে।

(পুস্তিকা: জুলুমের পরিণতি, পৃ: ৫২। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ২/২২৩)

(১১) মুসলমানের অন্তর খুশি করার নিয়তে ছোটদের সাথে স্নেহপূর্ণ এবং বড়দের সাথে ভদ্রতামূলক আচরণ বজায় রাখুন।

(পুস্তিকা: জুলুমের পরিণতি, পৃ: ৫৯। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ২/২৩০)

(১২) কথাবার্তা বলতে গিয়ে বরং যে কোন অবস্থায় অট্টহাসি দিবেন না, রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো অট্টহাসি দিতেন না।

(পুস্তিকা: জুলুমের পরিণতি, পৃ: ৬০। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ২/২৩১)

(১৩) সব সময় যার সাথে কথা বলা হচ্ছে তার অবস্থান এবং তার মানসিক অবস্থা অনুসারে কথা বলুন। (পুস্তিকা: জুলুমের পরিণতি, পৃ: ৬২, বয়ানাতে আত্তারীয়া, ২/২৩৩)

(১৪) অশ্লীল ভাষা ও নির্লজ্জ কথা থেকে সব সময় বিরত থাকুন।

(পুস্তিকা: জুলুমের পরিণতি, পৃ: ৬২। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ২/২৩৩)

(১৫) শালীনতার পরিবেশ প্রশিক্ষণের প্রধান এক ভূমিকা পালন করে।

(পুস্তিকা: লজ্জাশীল যুবক, পৃ: ১২। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ২/৩২৬)

(১৬) লজ্জা যত বেশি হবে ততো ভালো।

(লজ্জাশীল যুবক, পৃ: ১৫। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ২/৩২৯)

(১৭) লজ্জাশীল ব্যক্তি সব সময় শিষ্টাচারীও হয়।

(পুস্তিকা: লজ্জাশীল যুবক, পৃ: ৫৮। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ২/৩৭২)

(১৮) শিষ্টাচারী নারী যা-ই হোক না কেন বেপর্দা হয় না।

(আহত সাপ, পৃ: ৮। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ২/৪৩১)

(১৮) বাস্তবতা তো এটাই যে, মানুষের বাহ্যিক তার অন্তরের প্রতিচ্ছবি।

(ইসলামী পর্দা, পৃ: ৯। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ২/৪৫২)

(২০) পর্দা করতে যতটা কষ্ট হবে ততটাই সাওয়াব اِنْ شَآءَ الله বেশি পাবে।

(ইসলামী পর্দা, পৃ: ১৭। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ২/৪৬০)

(২১) সম্মানিত ও লজ্জাশীল নারীর জন্য তার পবিত্রতা সব চেয়ে দামি জিনিস। (ইসলামী পর্দা, পৃ: ২৩। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ২/৪৬৬)

“বয়ানাতে আত্তারীয়া (৩য় খন্ড)” কিতাব থেকে ১৫টি মাদানী ফুল

(১) আমাদের জীবনের মূহুর্তগুলোও অমূল্য হীরা, যদি সেগুলো আমরা বেকার নষ্ট করে দিই তবে অনুশোচনা ছাড়া হাতে কিছুই আসবে না।

(অমূল্য রত্ন, পৃ: ৩। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ৩/১৯)

(২) জীবনের যেই দিনটি নসীব হলো সেটাকে গণিমত মনে করে সেটাতে ভালো ভালো কাজ করে নিলে তবে ভালো।

(অমূল্য রত্ন, পৃ: ৭। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ৩/২৩)

(৩) আমাদের এই কথার অনুভব হোক বা না হোক কিন্তু এটাই বাস্তব যে, আমরা আমাদের মৃত্যুর মঞ্জিলের দিকে খুব দ্রুত বেগে রওয়ানা হচ্ছি।

(অমূল্য রত্ন, পৃ: ৭। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ৩/২৩)

(৪) সফল ও বুদ্ধিমান হলো সেই, যে কাউকে মৃত্যুবরণ করতে দেখে নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ করে এবং কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতি নিয়ে নেয়।

(বিরান মহল, পৃ: ১১। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ৩/৫৪)

(৫) কোনো নেকীকে ছোট মনে করে বর্জন করা উচিত নয়, কে জানে ওই দেখতে ছোট নেকীটি আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়ে যায়।

(পুস্তিকা: সমুদ্রের আওয়াজ, পৃ: ৮। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ৩/৭৬)

(৬) সুস্বাধু খাবার মজা করে করে আহারকারীর জাহান্নামের খাবারের কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। (পুস্তিকা: সমুদ্রের আওয়াজ, পৃ: ১৭। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ৩/৮৫)

(৭) রোগীর সেবার সময় রোগী বা অসহায় ব্যক্তির সামনে নিজের চেহারার উপর কষ্টের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ করুন।

(পুস্তিকা: সমুদ্রের আওয়াজ, পৃ: ২১। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ৩/৮৯)

(৮) রোগীর পরিবারের সদস্যদের প্রতিও সহমর্মিতা প্রকাশ করুন এবং যে খেদমত ও সহযোগিতা করতে পারেন করুন।

(পুস্তিকা: সমুদ্রের আওয়াজ, পৃ: ২১। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ৩/৮৯)

(৯) রোগীর পাশে গিয়ে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করুন এবং তার জন্য সুস্থতা ও নিরাপত্তার দোয়া করুন। (পুস্তিকা: সমুদ্রের আওয়াজ, পৃ: ২১, বয়ানাতে আত্তারীয়া, ৩/৮৯)

(১০) রোগীর দ্বারা নিজের জন্য দোয়া করান, রোগীর দোয়া ফেরত হয় না।

(পুস্তিকা: সমুদ্রের আওয়াজ, পৃ: ২১। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ৩/৮৯)

(১১) সম্পদের মাধ্যমে বন্ধু তো পাওয়া যায় কিন্তু বিশ্বাস পাওয়া যায় না।

(পুস্তিকা: পুর আচরার ভিখারী, পৃ: ১৪। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ৩/১৯৬)

(১২) সম্পদ ধ্বংসের কারণ তো হতে পারে কিন্তু এর মাধ্যমে মৃত্যুকে উপেক্ষা করা যায় না। (পুস্তিকা: পুর আচরার ভিখারী, পৃ: ১৪। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ৩/১৯৬)

(১৩) সম্পদের মাধ্যমে খ্যাতি তো অর্জন হয় কিন্তু সম্মান অর্জন হয় না।

(পুস্তিকা: পুর আচরার ভিখারী, পৃ: ১৪, বয়ানাতে আত্তারীয়া, ৩/১৯৬)

(১৪) নিজেকে যোগ্য মনে করা এটাই অযোগ্যের সবচেয়ে বড় দলিল।

(পুস্তিকা: কালো বিচ্ছু, পৃ: ৮। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ৩/২২৩)

(১৫) নিজেকে যে শয়তান থেকে নিরাপদ মনে করে তার উপর শয়তান সফল হয়ে গেল। (পুস্তিকা: কওমে লূতের ধ্বংসলীলা, পৃ: ২৪। বয়ানাতে আত্তারীয়া, ৩/৩৮৯)

সূচিপত্র

খলিফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়া:..১

দরুদ শরীফের ফযিলত ১

“কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব” কিতাব থেকে ২৮টি মাদানী ফুল...... ২

“মাদানী পাঞ্জে সূরা” কিতাব থেকে ৪টি মাদানী ফুল ৭

“গীবতের ধ্বংসলীলা” কিতাব থেকে ১৫টি মাদানী ফুল.. ৭

“পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর” কিতাব থেকে ৭টি মাদানী ফুল ৯

“নামাযের আহকাম” কিতাব থেকে ৩টি মাদানী ফুল..১০

“ফয়যানে নামায” থেকে ১৩টি মাদানী ফুল...১০

“বয়ানাতে আত্তারীয়া (১ম খন্ড)” কিতাব থেকে ১৬টি মাদানী ফুল ১২

“বয়ানাতে আত্তারীয়া” (২য় খন্ড)” কিতাব থেকে ২১টি মাদানী ফুল.......................... ১৩

“বয়ানাতে আত্তারীয়া (৩য় খন্ড)” কিতাব থেকে ১৫টি মাদানী ফুল.......................... ১৫

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

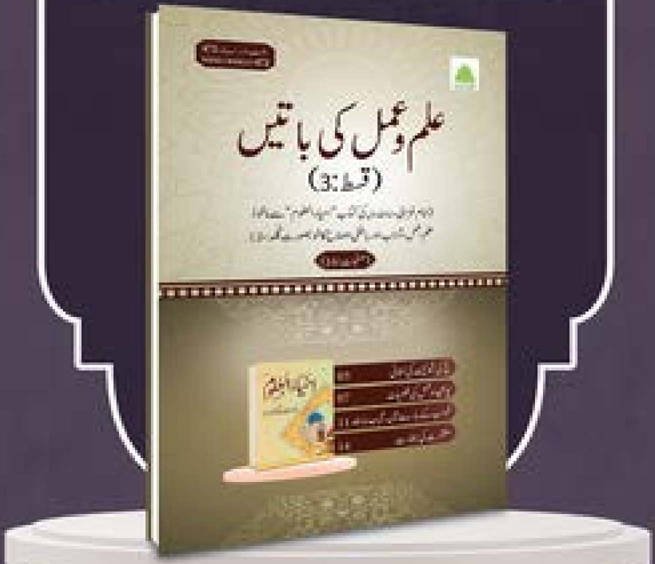

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-কাওছার শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net